Vol. 22 | No. 1 | 1978

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন ও নজরুল-মানস

Volume	22
Issue	1
Year	1978
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nilima Ibrahim
Published online	December 1, 1978
DOI	10.62328/sp.v22i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i1.1
Pages	1-18
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন ও নজরুল-মানস

নীলিমা ইব্রাহিম

Check for updates

প্রাচ্যের বহুবিধ জ্ঞানভাণ্ডারের মত পারসিক কবি গিয়াসউদ্দীন আবুল ফৎহ্ ওমর ইবন্ ইব্রাহীম অল-খৈয়ামের সঙ্গেও আমাদের আত্মীয়তা ঘটেছে পাশ্চাত্য কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ মনীষীবৃন্দের মাধ্যমে। ভারতবাসীকে একদা নবরূপে উপনিষদের মর্মকথা শুনিয়েছিলেন মসিয়েঁ দ্যু পেঁ ; আর বিশ্ববাসীকে ওমরের কাব্যরস সুধার অপার্থিব সন্ধান দান করেছেন বিখ্যাত ইংরেজ কবি এড্ওয়ার্ড ফিট্জেরাল্ড। বাংলা কাব্যজগতে ওমর-মানসের পথ প্রবেশের ইতিহাসে ফিট্জেরাল্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি একান্ত আবশ্যক। ফিট্জেরাল্ড শুধু কবি ন'ন তিনি ছিলেন একজন আত্মভোলা গবেষক ; নির্জনে একা বসে পিয়ানোতে সুর তুলতেন, খেলাচ্ছলে বিভিন্ন রঙে ছবি আঁকতেন। এ দু'টি গুণ বা অনুভূতিই তাঁর কবিস্বভাবের বহির্প্রকাশ। মধ্য-যৌবনে দীর্ঘদিনের পরিচিতা লুসীকে বিবাহ করেন কিন্তু বছর না ঘুরতেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। প্রচুর বিত্ত ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি নির্জনে নিঃসঙ্গভাবে কাটিয়েছেন ; প্রাসাদের মালিক হয়ে উদ্যানসংলগ্ন কুঁড়েঘরে বাস করেছেন। মার্টন রেক্টরীতে পৌত্র রেভারেণ্ড জর্জ ক্র্যাবের সঙ্গে ১৮৮৩ সালে তিনি সাক্ষাৎ করতে যান। ঐ বছর ১৪ই জুন চুয়াত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। বুন্জ পার্কের গীর্জা প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় ১৯শে জুন। ১৮৮৪ সালে উইলিয়াম সিমসন খৈয়ামের কবরে প্রস্ফুটিত গোলাপ গাছের চারা নিশাপুর থেকে নিয়ে আসেন লণ্ডনে ; কিউ গার্ডেনে যত্নে বর্ধিত ওই চারা ১৮৯৩ সালে ফিট্জেরাল্ডের কবরে রোপিত হয়।

খৈয়াম-কাব্য অনুবাদের মানসিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে সংযোজিত ব'লে ফিট্জেরাল্ডের এ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দান করা হ'ল।

১৮১৮ সালে ওমর খৈয়ামের কিছু রুবাই ফন হ্যামার জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু জার্মান ভাষার সীমিত ও সংক্ষিপ্ত ব্যাপ্তি ও অপ্রচলন হেতু এ অনুবাদ পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়নি। ১৮৫৬ সালে ই. বি. কাউয়েল অক্সফোর্ডের বদলীয়ান লাইব্রেরী থেকে ওমরের কিছু সংখ্যক রুবাই নকল ক'রে ফিট্জেরাল্ডের কাছে পাঠান। মাত্র ছ'মাসের ভেতর ফিট্জেরাল্ড পঁয়ত্রিশটি রুবাই বেছে অনুবাদ করেন এবং ফ্রেজারস্ ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য পাঠান কিন্তু দ্রুত প্রত্যাখ্যাত হন। ১৮৫৯ সালের ৯ই এপ্রিল পঁচাত্তরটি রুবাই অনুবাদ করে ফিট্জেরাল্ড নিজেই প্রকাশ করেন, অবশ্য অনুবাদকের নাম গোপন রাখা হয়। রুবাইয়াতের মূল্য ধার্য হয়েছিল এক শিলিং। দু'বছর অপেক্ষার পর গুদাম পরিস্কারের প্রয়োজনে এক পেনীতে সব বিক্রী করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ওমর ও তাঁর অনুবাদক যখন বিশ্বখ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন তখন এ গ্রন্থের এক কপি ষাট পাউণ্ড পর্যন্ত মূল্যে বিক্রী হয়েছে।

১৮৬৭ সালে টি. বি. নিকোলা ফরাসী ভাষায় কিছু রুবাই অনুবাদ করলে ফিট্জেরাল্ড অধিকতর উৎসাহী হয়ে একশত একটি রুবাই অনুবাদ করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

ইতিমধ্যে সমকালীন কবি ও কাব্যরসিক সমাজে ফিট্‌জেরাল্ড কবি রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সফল হয়েছেন। রসেটি, সুইনবার্ন, উইলিয়াম মরিস, আলফ্রেড্ টেনিসন, থ্যাকারে প্রভৃতি জ্ঞানী ও গুণীব্যক্তি তাঁকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ অতি সহজেই পাঠকসমাজ আকৃষ্ট করল। ১৮৭২ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রতি গ্রন্থের মূল্য ধার্য হ'ল সাত শিলিং দশ পেন্স।

১৮৭৫ সালের দিকে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা খৈয়াম সম্পর্কে অতিমাত্রায় আগ্রহী শুধু নয় একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। স্বদেশীয় ভাষায় যাকে বলা যায় রীতিমত 'ক্রেজি'। ওমর ক্লাব, ওমর সমিতি, ওমর সংসদে গোটা পাশ্চাত্য জগৎ মুখর হয়ে উঠলো। আমেরিকায় ওমরকে পরিচিত করলেন চার্লস এলিয়ট নর্টন। ১৮৭৯ সালে রুবাইয়াতের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখন পর্যন্তও গ্রন্থে অনুবাদকের নাম অনুপস্থিত। ঐ একই সালে ফিট্‌জেরাল্ডের জীবিত অবস্থায় পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের সময় প্রথম অনুবাদকের নাম ছাপার অক্ষরে জানা গেল। ফিট্‌জেরাল্ডের সঙ্গে ওমর চর্চাকারী রূপে মসিয়েঁ নিকোলা, অধ্যাপক কাউয়েল, জন পেইন, শুকোভস্কি, ব্রাউন, পি. বি. ম্যাক্‌ডোনাল্ড, ডেনিসন রস প্রভৃতি বহু কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও প্রাবন্ধিকের নাম উল্লেখ করা যায়। ফলে ওমর-কাব্য, তাঁর মানসদর্শন ও চিত্তসত্তার আবিষ্কারে ও রসগ্রহণে লক্ষ কোটি পাঠক উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই ভাবানুবাদ এবং তিনি নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন। তবুও এ কথা ভুললে চলবে না যে তিনি একজন খ্যাতনামা কবি ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। আজ সমগ্র বিশ্বের খৈয়াম ভক্তেরা তাঁর কাছে অপরিশোধণীয় ঋণে আবদ্ধ। ওমর ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে বাংলাদেশের কাব্যকাননে সমাদৃত হলেন। ইউরোপে যখন কট্টর খ্রীস্টধর্মাচারণের জয়জয়াকার সেই সময়ে ওমরের চিত্তভাবনা তাদের ধ্যানধারণায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। ঐশী চিন্তায় মগ্ন জগৎ যেনো আবার মৃত্তিকার ঘ্রাণে আকৃষ্ট হ'ল। পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা পুষ্ট ভারতীয় সমাজও দ্বিধান্বিত হ'ল। কিন্তু চিন্তাধারায় সর্বাগ্রগামী বাঙালী সন্তান ওমরের বিপ্লবী চেতনায় শুধু নয় তাঁর সংগ্রামী চিন্তায় ও প্রেমিক সত্তায় মুগ্ধ হ'ল। শুরু হ'ল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রুবাইয়ের অনুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দক্ষ অনুবাদক; তিনি ওমরে প্রেম পেলেন, জীবনচাঞ্চল্যের স্পর্শ লাভ করলেন আর পেলেন নতুন ছন্দ। ইতিমধ্যে নানা গবেষণার মাধ্যমে ওমরের কয়েকশত রুবাই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। মোটামুটি সাত আটশ' রুবাই যে ওমরের রচিত এমন ধারণা করা হয়ে থাকে। আমাদের পদাবলী আর চণ্ডীদাস সমস্যার মত এখানেও বহু জটিলতা বর্তমান। তবে ফিট্‌জেরাল্ড থেকে শুরু করে বঙ্গসন্তান কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, কাজী নজরুল ইসলাম এবং সিকান্দার আবু জাফর তাঁদের স্বমানসিকতার প্রতিফলনের সূত্রে গ্রথিত রুবাইগুলিকে একত্রিত করে রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রভৃতিও আবেগজড়িত হয়ে কয়েকটি রুবাই অনুবাদ করেন।

এবারে আমাদের আলোচ্য বিষয় ওমর-কাব্যে প্রতিফলিত কোন্ দার্শনিক তত্ত্ব বা চিন্তা অধিকাংশ অনুবাদককে আকৃষ্ট করেছিল বা করেছে। ওমরের ব্যক্তিজীবন একরকম কুয়াশাচ্ছন্নই বলা যায়। সমকালীন অথবা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক অথবা সাহিত্যিকের মন্তব্যের ওপর নির্ভর ক'রে তাঁর জীবন সম্পর্কে কিছু খণ্ড ছিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় যে ওমরের কাব্যজীবনের মূল প্রেরণায় ছিলেন অন্ধ কবি আবুল আ'লা। তিনি ছিলেন দার্শনিক ও বহুভাষাবিদ। তাঁর কবিতায় ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও বিদ্রোহের সুরই মুখ্য, কিন্তু এ বিদ্রোহ যদি ওমরের কাব্য রচনার উৎস ও প্রেরণা হয় তাহ'লে ওমর শুধু বিদ্রোহী ন'ন, রাষ্ট্রদ্রোহী বিপ্লবীও। কারণ আবুল আ'লা কাব্য রচনা করেছেন আরবী ভাষায় আর ওমর করেছেন তাঁর মাতৃভাষা ফার্সীতে। এ বিদ্রোহ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ, এ বিপ্লব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার বলিষ্ঠ মানসিকতার বহির্প্রকাশ। 'হফ্‌ত ইক্‌লিম', 'আতিশখাদে', 'রিয়াজউশ্‌শুয়ারী', 'মেজমাউল ফুসেহা' প্রভৃতি গ্রন্থে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারগণ ওমর খৈয়ামকে 'দার্শনিকদের সম্রাট' 'বিদ্বানদের মধ্যমণি', 'জ্ঞানীদের আদর্শ', প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেছেন।[১] এমনকি তাঁকে 'খোরাসানের ইমাম' পর্যন্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ সব গৌরবই তিনি লাভ করেছিলেন গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদানের জন্য। তাঁর সে পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ আজও বহন করে চলেছে। কিন্তু বহুজন সমাদৃত কবি ওমর খৈয়াম পরবর্তী কালের আবিষ্কার। সমকালে নিন্দিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত কবি ওমরই আজ বিশ্ববরেণ্য; বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, দার্শনিক ওমরের প্রতিভা সেখানে ম্লান।

ওমর খৈয়ামের কাব্য থেকে তাঁর মন ও মানসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে বলেই আমার ধারণা। কারণ তাঁর রুবাইয়াতে বহু কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পণ্ডিত তাঁদের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন উপলব্ধি করেছেন।

অনেক রসগ্রাহীর মত খৈয়ামের সাহিত্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সুযোগ আমার হয়নি। বাধা ভাষার; বর্তমান বিশ্বের স্বল্পায়ু মানবজীবনের বহু জ্ঞানই অপ্রত্যক্ষভাবে লব্ধ। ওমরের সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে আলঙ্কারিকদের ভাষায় আমার অশক্তিজনিত দুর্বলতা ও অব্যুৎপত্তিপ্রসূত আংশিক অজ্ঞানতা দুই-ই বর্তমান। তবুও এ কথা বলতে পারি যে, ওমরের জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমার স্বাধিকারপ্রমত্ততা নয়।

জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রান্তির পর ওমরের কাব্যরস গ্রহণে চিত্তে এক অনাবিল শান্তি বিরাজ করে। কারণ আমাদের মর-জীবনে পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়ার যন্ত্রণা অধিকতর গভীর ও নিবিড়। তাই হতাশাগ্রস্ত জীবনকে 'চাইনা' অনুভূতিতে ঐশ্বর্যবান করা সহজ নয়। যা পেয়েছি তার তুলনা নেই, এ মর্মোপলব্ধি সাধনার ধন। ওমরের জীবনদর্শনে আমি সেই মহার্ঘ তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি। পার্থিব সকল চাওয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সুরা এবং সঙ্গীতে বিভোর হয়ে থাকা ওমরকে, সাধারণ মানুষ ভাবতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কারণ এমন আত্মসমর্পণকারী প্রেম তো ঐশী সাধনার নামান্তর।

এ প্রেমসাধনায় তদ্‌গত চিত্ত ছিলেন বৈষ্ণব সাধকেরা, সূফী তত্ত্বজ্ঞেরা। বাঙালী অন্তর এ উভয় প্রেমাস্বাদে ধন্য। কিন্তু সেখানে বারবার ঐশী প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ জগৎ ও জীবনের স্পর্শ বাঁচানো এ প্রেমাস্বাদে আমাদের বারবার পদস্খলন না হলেও মনঃস্খলন যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। স্পষ্ট, সহজ, প্রাঞ্জল হৃদয়-আবেদনের কাছে কৃষ্ণ-প্রেম হার মেনেছে কারণ সেখানে পদকর্তা চোখ রাঙিয়ে বলে রেখেছেন:

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়

ওমরে কিন্তু এমন কোনও নির্দিষ্ট হিতোপদেশ অথবা ইঙ্গিতমাত্র নেই। কারও চরিত্র সংশোধন বা উন্নয়নের বাসনা বা সাধনা নিয়ে তিনি কাব্যকুঞ্জে বিহার করেননি।

---

১ "মনীষীদের অভিমত", 'রুবাইয়াৎ ওমর খাইয়াম': সিকান্দার আবু জাফর অনূদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাঙলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস, ঢাকা ১৯৭১, পৃষ্ঠা ১৬

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছেন, একটি পুকুরের জল কেউ পান করছে, কেউ অবগাহন করছে, কেউ বস্ত্রধৌত করছে, নানাজন নানা প্রয়োজনে একে ব্যবহার করছে। সবার চাহিদা মিটছে অথচ পুকুরের জলও ফুরিয়ে যাচ্ছে না। ওমরের কাব্য পাঠে তাঁর জীবন-দর্শন সম্পর্কে আলোচনাতেও 'নানা মুনির নানা মত'। কারণ সেখানেও পাঠকচিত্ত তার রসিক সত্তার মাপকাঠিতে প্রয়োজন মিটিয়েছে। তাই ওমর খৈয়াম ও তাঁর মানসভাবনা সম্পর্কে সূত্রনির্দেশী মন্তব্য করতে যাওয়া মূঢ়তা।

সাধারণ হৃদয়সংবাদী পাঠকচিত্ত ওমর সম্পর্কে যে মতটি গ্রহণ ও প্রচার করে তৃপ্তি পান তা হচ্ছে ওমর দেহভোগী, জীবনসর্বস্ব, জড়বস্তুবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন তাঁদের মতই ওমর জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও না-পাওয়ার বেদনায় বিধ্বস্ত হয়ে দৈহিক সুখ ভোগকেই পরমার্থ জ্ঞান করেছিলেন। এ মতবাদ যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের পুরোভাগে আছেন আর্থার জে. আরবেরী। প্রথম অনুবাদকের উদ্ধৃতি দিয়েই এ মতবাদকে যাচাই করে দেখা যাক :

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough
A Flask of Wine a Book of Verse and—Thou
Beside me singing in the Wilderness—
And Wilderness is Paradise enow.

[Edward Fitzgerald]

এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিল্‌কে আর
প্রিয়া সাকী, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইব নাকো তখৎ আমি শাহানশার!

[কাজী নজরুল ইসলাম]

সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়!
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানীর স্বর্গপুর!

[কান্তিচন্দ্র ঘোষ]

এইখানে—এই তরুতলে—
তোমায় আমায় কুতূহলে
এ জীবনের যে-ক'টা দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে,
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র,
অল্প কিছু আহার মাত্র,
আর একখানি ছন্দ-মধুর কাব্য হাতে নিয়ে ;
থাক্‌বে তুমি আমার পাশে,
গাইবে সখি প্রেমোচ্ছ্বাসে,
মরুর মাঝে স্বপ্ন-স্বরগ ক'রবে বিরচন,
গহন-কানন হবে লো সই নন্দনেরই বন।

[নরেন্দ্র দেব]

এখানে কোথাও পল্লবঘন নির্জন তরুতলে
বসে থাকি যদি নিরুদ্বিগ্ন দিন কাটাবার ছলে
সাথে থাকে যদি কিছু আহার্য, মদিরা পাত্র-ভরা
একটি কাব্য সুরভিসিক্ত ছন্দের শতদলে,

নব জীবনের সলাজ মধুর বিস্ময়ে সচকিতা
সাথে থাকো যদি লীলায়িত তনু মধুমুখী মধুনিতা
তনুতে মুছায়ে তনুর পিপাসা আর যদি গাহো তুমি
ফিরদৌসের সমারোহে হবে এ-বনানী সুশোভিতা ॥
[সিকান্দার আবু জাফর]

এ Paradise, শাহানশার তখৎ, স্বর্গপুর, নন্দনবন, ফিরদৌস কার না কাম্য, সকল অনুবাদকের কবিআত্মাই ওমরকে ভালবেসেছেন। এমন কোন বেরসিক আছে যে, সাকী, সুরা, কাব্যগ্রন্থ ও নির্জন কুঞ্জের প্রতি বিমুখ হবে। তাই আরবেরীর মন্তব্যকে উপেক্ষা করা যায় না। তবে তিনিও নিজ মানসধর্ম অনুযায়ী খণ্ডিত ওমরকে ভালবেসেছিলেন। কারণ এখানে সত্যিই কি কোন হতাশার সুর বর্তমান? এ যে পরম চাওয়াকে, অলীক কল্পনার স্বপ্নকে হাতের মুঠোয় পাওয়া। কিন্তু হতাশা না থাকলেও বেদনা আছে। ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত জীবনের জন্য মমতাবোধ, আক্ষেপ :

আজ আছে তোর হাতের কাছে, আগামী কাল হাতের বার,
কালের কথা হিসাব করে বাড়াসনে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গ-করা ক্ষণিক জীবন—করিসনে তার অপব্যয়,
বিশ্বাস কি—নিঃশ্বাস-ভর জীবন যে কাল পাবি ধার!
[কাজী নজরুল ইসলাম]

যতক্ষণ আছে মোর পাত্র সুরা-ভরা
খাদ্য কিছু সঙ্গে আছে ক্ষুধা-তৃপ্তি-করা,
তুমি আছ পার্শ্বে মোর যতক্ষণ প্রিয়া,
রাজার ঐশ্বর্যে নাহি লুব্ধ হবে হিয়া!
[নরেন্দ্র দেব]

সম্ভবতঃ এ কারণেই বলা হয় ওমর চার্বাকপন্থী :

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্ত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

অথবা যদি বলা যায় তিনি 'এপিকিউরিয়ান' ; জীবনে আনন্দ উপভোগই তাঁর সারকথা, কিন্তু ওমরের জীবনদর্শনে 'এহো বাহ্য'। শুধু কি এ জড়জীবন ভোগতৃষ্ণা, দেহার্চনাই আমরা ওমর খৈয়ামে পেয়েছি? এ বাসনা যেমন আমাদের আকৃষ্ট করেছে তেমন এর পরিতৃপ্তির আধার সাকী ও তার প্রেম আমাদের আহ্বান জানায়নি, প্রমত্ত করেনি? অরণ্য ফিরদৌস হয়েছে কারণ সঙ্গে আছে মনোহারিণী সাকী। এই প্রেমিক সত্তার কবিকে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন বাঙালী কবিসমাজ। পারস্যের নার্গিস, গোলাপ, লালাকে বেল, যুঁই, চাঁপার সঙ্গে একই আধারে সাজাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। এঁদের সকলেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল পারসিক কাব্যসৌন্দর্য ও মাধুর্য বিশেষতঃ খৈয়াম-চিত্তসত্তার স্বপ্নে বাঙালী রসিক হৃদয়ের মিলন ঘটানো। এ প্রেম, এ তৃষ্ণা কঠোর স্রষ্টাধর্মানুসারীর মত

বাঙালী হিন্দু-মুসলিমের অন্তরেও গোপন অভিসার। কারণ ধর্মের রাঙতা বা মোড়কে সজ্জিত না করে আমরা রামী বা রানী লছমীর প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে পারি না। তাই নিঃসন্দেহে ওমর আমাদের কাছে বিদ্রোহী, বিপ্লবী, বেপরোয়া নাস্তিক।

কিন্তু মনে সংশয়; এতোবড় একটি হৃদয়বান প্রতিভাকে এমনভাবে নস্যাৎ করা কি সম্ভব? এগিয়ে এলেন সূফী সম্প্রদায়। খৈয়াম জড়দেহবাদী, ভোগলালসা পিপাসু, কামুক ন'ন। তিনি প্রেমিক, তাঁর প্রেম ঐশী প্রেম। তাঁর সাকীকে রামী, লছমী, দুলী অথবা কোনও এক নামে অভিহিত করা যায় না। এ সাকী ঈশ্বরের প্রতীক। হাফিজকে সুধী-জন যেভাবে বিচার করে ধোপদুরস্ত ক'রে নিয়েছেন ঠিক অনুরূপ ছাঁচে ঢেলে ওমরকেও সূফী সাধকরূপে প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। ওমর খৈয়ামের বহু রুবাইয়ের ফরাসী অনুবাদক নিকোলা মত প্রকাশ করলেন ওমর সূফীদের মরমীবাদে বিশ্বাসী। একারণেই নির্জনবাসে ছিল তাঁর আনন্দ, তাঁর মতে মুখ্যতঃ তিনি নৈরাশ্যবাদী তাই নিজের আনন্দের ভুবন নিজেই রচনা করেছেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ মতবাদকেও উপেক্ষা করা চলে না:

এই সে প্রমোদ-ভবন যথায় জলসা ছিল বাহ্‌রামের,
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম করে ঘুমায় শের!
চির জীবন করল শিকার রাজশিকারী যে বাহ্‌রাম,
মৃত্যু-শিকারীর হাতে সে শিকার হ'ল হায় আখের!
[কাজী নজরুল ইসলাম]

সুলতানী-প্রাসাদ-যার
বিপুল-আকার,
দীর্ঘ স্তম্ভ স্পর্শিত গগন;
নৃপ অগণন
যাহার তোরণ দ্বারে
বারে বারে
নোয়াইত শির;
নিস্তব্ধ গভীর
আজি তার শূন্য ঘরে ঘরে
বনের কপোত একা কাতরে কূজিয়া শুধু মরে।
[নরেন্দ্র দেব]

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব—লাও ঝট পট রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়রে মূর্খ! সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীরখানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।
[সৈয়দ মুজতবা আলী]

সচল হাতটি লিখেই চলেছে বিরাম-বিহীন গতি
লিখেই চলেছে এক থেকে এক সবার ভাগ্য-নথি,
একবার কোন অদৃষ্ট-লিপি লেখা সমাপ্ত হ'লে
সে-হাত মোছেনা একটি বর্ণ কারও লাভ কারও ক্ষতি।
[সিকান্দার আবু জাফর]

সত্যই নৈরাশ্যের অনুভূতি ওমরে আছে। ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক আমরা, সংক্ষিপ্ত, অনিশ্চিত মধুময় এ জীবন। কিন্তু তবুও নিকোলার মন্তব্যকে বেদবাক্য জ্ঞানে মেনে নিতে

পারি কি ? এ নিষ্ঠুর ভাগ্যলাঞ্ছিত জীবনে কি সুখের, পুলকের, আনন্দের অনুভূতি নেই ? এর সাথেই কি আমরা উচ্চারণ করতে পারি না :

শরাব নিয়ে বসো, ইহাই মাহ্মুদেরই সুলতনৎ
'দাউদ' নবীর শিরীণ স্বর ঐ বেণু বীণার মধুর গৎ।
লুট করে নে আজের মধু পূর্ণ হবে মনস্কাম,
আজকে পেয়ে ভুলে যা তুই অতীত আর ভবিষ্যৎ।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

একই মত একই তত্ত্ব কিন্তু বিভিন্ন অনুবাদকের অভিব্যক্তিতে কতো ব্যবধান। এ তাদের ব্যক্তিসত্তা, অনুভূতির ভঙ্গী ও রীতির পার্থক্য। কিন্তু দার্শনিক এতে তৃপ্ত ন'ন। তিনি আরও গভীরভাবে সত্যকে সন্ধান করেন। তাই অনুবাদক পেইন সূফীতত্ত্বের বন্ধনে ওমরকে বেঁধে তৃপ্তি পেলেন না। তিনি মনে করেন ওমরের মতবাদ ইসলামী সূফীবাদ ও উপনিষদের আত্মজিজ্ঞাসার একটি সমন্বিত রূপ। তাঁর মতবাদকে যুক্তি দিয়ে, প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

আমরা সব যুক্তি, সব তর্ককে পণ্ডিত ও দার্শনিকের হাতে সোপর্দ করে একটি মন্তব্য সর্বসম্মতিক্রমে উচ্চারণ করতে পারি— ওমর প্রেমিক ছিলেন, ওমর ছিলেন সৌন্দর্যের মগ্ন পূজারী ; সাকী যদি ঈশ্বর হন ভাল কথা কিন্তু না হ'লেও রসজ্ঞ পাঠকের ক্ষতি নেই। সাকী এক, একাধিক অথবা সকল রূপসী রমণীর রূপের নির্যাস ও হৃদ্স্পন্দনের প্রতীক সে তথ্যও আমাদের অজ্ঞাত। তবে বিশ্ব নরদেহ ও আত্মা যে রমণীদেহের সঙ্গ ও নারীপ্রেম কামনা করে, ওমরের সাকী সেই কল্পলোক বিহারিণী সত্তা হলেও আমাদের আপত্তি নেই। কারণ সাকী প্রেমে বিভোর ও উন্মত্ত ওমর বিশ্বপ্রেমিকের পরমাত্মীয়। তিনি সূফী হোন, অথবা উপনিষদের সত্যে বিশ্বাসী হোন, নৈরাশ্যবাদী হোন, অথবা ভোগবাদী হোন—সহৃদয়হৃদয়সংবাদী হ'তে তাঁর কোনও বাধা নেই।

খৈয়ামের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ খৈয়াম নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী। তবে এ অভিযোগ উত্থাপন করা যতো সহজ, প্রতিষ্ঠা করা ততোধিক কঠিন ; কারণ ধর্মান্ধতা, প্রথাগত ধর্মাচারণ অনুমোদন ও ঈশ্বর বিশ্বাস এক নয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান-সর্বস্বতাকে ওমর ঘৃণা করতেন, ওমরের অন্তরে ধর্মব্যবসায়ী অত্যাচারীর প্রতি সহজাত অশ্রদ্ধা ছিল। কারণ মোল্লা, পুরুত, পাদ্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা অপরকে যে নির্দেশ ও উপদেশ দান করেন নিজেরা তা পালন করেন না। ওমর এঁদের মনুষ্যেতর জীব বলে মনে করতেন। এই সহজ স্পষ্ট অনুভূতিকেই কেউ কেউ ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন।

ভণ্ড তপস্বীদের নিয়ে খৈয়াম বহু ব্যাঙ্গাত্মক রুবাই রচনা করেছেন। নিজেকে নিয়েও কৌতুক কম করেননি। হাফিজের মত তাঁরও বিশ্বাস ছিল জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে প্রিয়, প্রিয়া অথবা আরাধ্যকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পেতে হ'লে চাই প্রেম, ভক্তি, আত্মসমর্পণের অধিকার। খৈয়াম শব্দের অর্থ তাঁবুকার ; নিজেকে নিয়েই বিদ্রূপ করেছেন :

খৈয়াম—যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,
অগ্নিকুণ্ডে পড়ে সে আজ সইছে দহন অসহন।
তার জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটলো হায়,
ঘৃণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

জ্ঞান-বিজ্ঞান ন্যায় দর্শন সেলাই করিয়া মেলা
খৈয়াম কতো না তাম্বু গড়িল; এখন হয়েছে বেলা
নরককুণ্ডে জ্বলিবার তরে। বিধি-বিধানের কাঁচি
কেটেছে তাম্বু—ঠোক্‌কর খায়, পথ-প্রান্তরে ঢেলা।
[সৈয়দ মুজতবা আলী]

শূন্য হাতুড়ে শূন্য পেলাম—যে আঁধারকে সে আঁধার
একদা মোর ছিল যখন যৌবনেরই অহঙ্কার
ভেবেছিলাম—গিঁঠ খুলেছি জীবনের সব সমস্যার,
আজকে হয়ে বৃদ্ধ জ্ঞানী বুঝেছি ঢের বিলম্বে,
[কাজী নজরুল ইসলাম]

বালক-বয়সে অনেক ঘুরেছি সুফী জ্ঞানীদের সাথে,
নানান বিষয়ে শুনেছি তাঁদের অভিমত দিনে রাতে।
আমার জ্ঞান তো হাজার প্রয়াসে বাড়েনি একটি কণা,
দুই কান ভরে যা কিছু শুনেছি ভুলেছি নিমেষপাতে।
[সিকান্দার আবু জাফর]

দুই জাহানের চতুর সূক্ষ্ম বিচার-তর্কে যারা
জ্ঞান-বিদগ্ধ সুফী-দরবেশ নিয়ত আত্মহারা,
বিস্মৃত তারা জীবনের কাছে তাদের বিধি-বিধান
পরিত্যক্ত প্রলাপের মত আবর্জনায় সারা।
[সিকান্দার আবু জাফর]

জ্ঞানের কথা আর ভাবের কথার ব্যবধান রবীন্দ্রনাথও এমনিভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। পৃথিবীর কোনও ধর্মবেত্তা বা আদি ধর্মপ্রচারক পুথিগত বিদ্যায় মহামহোপাধ্যায় ছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। উপরন্তু কেউ গোপালক, কেউ মেষপালক ইত্যাদি ছিলেন বলেই জানি। সুতরাং গ্রন্থপাঠ করে জ্ঞানী যদি অনুশাসন দান করেন প্রেমিক তাকে অবজ্ঞা করতে পারে বলেই ওমরের বিশ্বাস। কারণ প্রেমই মানবাত্মার মোক্ষলাভের মূলধন। এ কারণেই হৃদয়ধর্মে ধনী ওমর ভণ্ডদের বিদ্রূপ করেছেন:

দোষ দিও না মদ্যপায়ীর তোমরা, যারা খাওনা মদ,
ভালো করার থাকলে কিছু, মদ খাওয়া মোর হ'ত রদ্।
মদ না-পিয়েও, হে নীতিবিদ্, তোমরা যে-সব কর পাপ,
তাহার কাছে আমরা শিশু, হই না যতই মাতাল বদ।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

দেখে দেখে ভণ্ডামী সব হৃদয় বড় ক্লান্ত ভাই,
তুরন্ত্ শরাব আনো সাকী, ভণ্ডের মুখ ভুলতে চাই!
শরাব আনো বাঁধা রেখে এই টুপি এই জায়নামাজ,
হব বক-ধার্মিক কা'ল, আজ ত এখন মদ চালাই।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

সুতরাং ওমরের ধর্ম সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের সাধনা। এ সাধনায় প্রেম সত্য। কপটতা ও ভণ্ডামী সব চেয়ে ঘৃণার বস্তু। তাই সত্যভাষিণী বারাঙ্গনাকে তিনি আচারসর্বস্ব শেখজীর থেকে অধিক মূল্য দান করেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন :

পানোন্মত্ত বারাঙ্গনায় দেখে সে এক শেখজী কন—
"দুরাচার আর সুরার কর দাসীপনা সর্বক্ষণ!"
"আমায় দেখে যা মনে হয়, তাই আমি" কয় বারনারী,
"কিন্তু শেখজী, তুমি কি তাই, তোমায় দেখে কয় যা মন?"
[কাজী নজরুল ইসলাম]

সে একদিন পান্‌শালে কোন্ বারাঙ্গনা দেখে,
শেখজী বলেন ডেকে—
দেখছি তুমি মূর্তিমতী পাপ!
মদ্যপায়ী ব্যভিচারীর অসংযমের ছাপ
অঙ্গে তোমার আঁকা!
তোমার রূপের কদর্যতা থাকবে না আর ঢাকা!
বারবণিতা বললে হেসে,—স্বামী,
দেখছ যা'—তা' সত্য বটে আমি!
কিন্তু, তোমার বাইরে প্রভু, দেখতে যে-রূপ পাই,
যথার্থ কি অন্তরেতেও সত্য তুমি তা'ই?
[নরেন্দ্র দেব]

এই মুখোশপরা ধর্মধ্বজীদের পৃথিবীতে এতোবড় সত্যের পূজারীকে কি ধর্মহীন নাস্তিক আখ্যা দান করা যায়?

এ প্রবন্ধের প্রথমাংশে ওমর খৈয়ামের চিত্তাকাশ সম্পর্কে যে সব সমালোচনামূলক বিরূপ মন্তব্য আমরা পেয়েছি তার ওপর আলোক পাত করতে গিয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি এই প্রাজ্ঞ দার্শনিক ও সুন্দরের উপাসক সম্পর্কে মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে তার যথার্থতা প্রমাণ করা বড় কঠিন দুরূহ কাজ। তাই যে পাঠক যে চিত্তবৃত্তি নিয়ে তাঁর সাহিত্য পাঠ করেন তাঁর অন্বিষ্ট ভাবমণ্ডলে মগ্ন হয়ে যাওয়াই তাঁর জন্য উত্তম পন্থা।

বিভিন্ন অনুবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওমরের রুবাইয়াতে তাঁর যে মানসভাবনা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে সে সম্পর্কে এখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। ধর্মবেত্তা, নৈয়ায়িক অথবা জটিল দর্শন তত্ত্বজ্ঞের বাইরে যে সহজ, সরল, হৃদয়স্পর্শী কাব্যামোদীদের জগৎ আছে, তারা খৈয়ামে যা পেয়ে ধন্য হয়েছেন সেদিকে আমরা দৃষ্টিপাত করছি। নেতিবাচক-ভাবেই এ প্রবন্ধের অবতারণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

মানুষ হিসেবে এ রূপ-রস-গন্ধ-ভরা পৃথিবীতে এসে ওমর ধন্য। সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কাব্যে। এ আনন্দ মেলায় কাঁটার মত একটি বেদনা তাঁকে অহরহ বিদ্ধ করেছে, জীবন ক্ষণস্থায়ী, যেতে না চাইলেও যেতে হবে। এ জীবনের সমাপ্তি মৃত্যু। পরজন্মে তিনি বিশ্বাসী ন'ন। রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুপারে' কবিতার মত কোন 'জীবন দেবতা' মৃত্যুর অপর পারে তাঁর জন্য মিলন উৎসব নিয়ে অপেক্ষা করবে না। এ বিশ্বাসে তিনি আস্থাশীল, অনড় :

হায় রে হৃদয়, ব্যাথায় যে তোর বারিছে নিতুই রক্তধার,
অন্ত যে নেই তোর এ ভাগ্য-বিপর্যয়ের যন্ত্রণার!
মায়ার ভুলে এই সে কায়ায় আনলি কেন, রে অবোধ,
আখেরে যে ছেড়ে যেতে হবেই এ আশ্রয় আবার!
[কাজী নজরুল ইসলাম]

অর্থ বিভব যায় উড়ে সব রিক্ত ক'রে মোদের কর,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে মোদের মৃত্যুর নিষ্ঠুর নখর;—
মৃত্যু-লোকের চোখ এড়িয়ে ফেরত কেহ আস্‌ল না,
যে সব পথিক গেল সেথায় নিয়ে তাদের খোশখবর!
[কাজী নজরুল ইসলাম]

এ কারণেই ওমর জীবনবাদী; শুধুমাত্র কামার্ত মাংসলোলুপ যৌবন বন্দনাকারী তিনি ন'ন। সর্বদেশের সকল কালের কবি শিল্পীই এই প্রাণৈক সত্তা, গতিশীল, জড়ত্বনাশী যৌবনের বন্দনা করেছেন। যৌবনেরই অপর নাম জীবন।

হায় রে, আজি জীর্ণ আমার কাব্য পুথিযৌবনের!
ধূলায় লুটায় ছিন্ন ফুলের পাপড়িগুলি বসন্তের।
কখন্ এসে গেলি উড়ে, রে যৌবনের বিহঙ্গম!
জানতে পেরে কাঁদছি যখন হয়ে গেছে অনেক দের।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

কিন্তু এ অমোঘ, অসীম শক্তির যৌবনও নিয়তির কাছে অসহায়। গ্রীক পুরাণের নেমেসিস, হিন্দুধর্মের ভাগ্যলিপি ওমরের কাব্যে কঠিন বস্তুসত্তা নিয়ে উপস্থিত। কারণ এই 'ললাটস্য লিখন' পরিবর্তনের ক্ষমতা আমাদের নেই; অন্ততঃ ওমর এই মতবাদে বিশ্বাসী:

পেতে সে চায় সুন্দরীদের ফুল্লকপোল গোলাপ ফুল
কাঁটার সাথে সইতে হবে তায় নিয়তির তীক্ষ্ণ হুল।
নিঠুর করাত চিরুনিরে কেটে কেটে তুললো দাঁত
তাই সে ছুঁয়ে ধন্য হ'ল আমার প্রিয়ার কেশ আকুল।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

জ্ঞানীরা না হয় বিচার বিবাদে কলহে থাকুন রত,
সৃষ্টিতত্ত্ব তর্ক এড়িয়ে নির্জনে অন্ততঃ
আমরা সবাই ভেল্কী হাতের তুচ্ছ খেলনা যার,
সেই আমাদের অদৃষ্ট নিয়ে খেলি না মনের মত॥
[সিকান্দার আবু জাফর]

এই পৃথিবীর মৃত্তিকাছানা প্রথম কাদার ছাঁচে
সর্বশেষের মানুষটিও যে নির্ণীত এক ধাঁচে,
পাঠ করা হবে যে ললাটলিপি মহাবিচারের প্রাতে
নব সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে তা-ও ত' লিখিত আছে॥
[সিকান্দার আবু জাফর]

এ কথারই পুনরাবৃত্তি পেয়েছি মধুসূদনে: 'প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?'

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।
[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

সুতরাং যতো দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত আর জ্যোতিষচর্চা ওমর করে থাকুন না কেন অদৃষ্টের অপরিবর্তনীয় লিপি আর অবধারিত শেষ পরিণাম মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্থির, অনড়। কারণ বাহ্যিক জীবনের অনেক রহস্যের মুক্তি ঘটলেও জীবনমৃত্যু সৃষ্টতত্ত্বের ব্যাখ্যা আজও আমাদের অজ্ঞাত। খৈয়াম সেখানে অসহায়:

পৃথ্বী হতে দিলাম পাড়ি, নভঃগ্রহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠল কেঁপে কাটলো কতো ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্য লিখন—ওইখানে গোল রইল মোর।
[কান্তিচন্দ্র ঘোষ]

তাই সবই অর্থহীন; সত্য শুধু আসা আর যাওয়া:

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হন নি তো লাভবান
চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোন মতে গরীয়ান।
এ কর্ণে আমি শুনিনি তো কভু কোনো মানবের কাছে
এই আসা-যাওয়া কি এর অর্থ—খামখা পোড়েন টান।
[সৈয়দ মুজতবা আলী]

তবুও জীবন ব্যর্থ নয়, মিথ্যা নয়। এর সব সার্থকতা প্রেমে— দানে ও গ্রহণে। প্রেমই আনন্দ, আনন্দই প্রেম:

মরুর বুকে বসাও মেলা, উপনিবেশ আনন্দের,
একটি হৃদয় খুশী করা তাহার চেয়ে মহৎ ঢের।
প্রেমের শিকল পরিয়ে যদি বাঁধতে পার একটি প্রাণ—
হাজার বন্দী মুক্ত করার চেয়েও অধিক পুণ্য এর।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

মর্ত্যমানবের এ সার্থকতা জীবনের সর্বত্র, সর্বস্তরে। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' খৈয়ামে দয়া নয়, করুণা নয়, অনুকম্পা নয়, এ আচণ্ডালে প্রেমদানের দাবী:

কারুর প্রাণে দুখ দিওনা, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি সয়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।
[কাজী নজরুল ইসলাম]

এ দরদী আত্মাকে নাস্তিক বলে কারা ? কারা বলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ?

পৌঁছে দিও হযরতেরে খৈয়ামের হাজার সালাম,
শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসিও তাঁরে লয়ে আমার নাম—
"বাদ্‌শানবী ! কাঁজি খেতে নাই ত নিষেধ শরিয়তে,
কি দোষ করল আঙুর পানি ? করলে কেন তায় হারাম ?"
[কাজী নজরুল ইসলাম]

আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর নিজেই খুঁজে পেয়েছেন :

তত্ত্বগুরু-খৈয়ামেরে পৌঁছে দিও মোর আশিস্
ওর মত লোক বুঝল কিনা উল্টো ক'রে মোর হদিস্ !
কোথায় আমি বলেছি, যে, সবার তরেই মদ হারাম ?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তবে উহাই বিষ !
[কাজী নজরুল ইসলাম]

ভালবাসতে জানতে হয়। ভালবাসি বললেই প্রেমদান হয় না। এ গূঢ়্যতত্ত্ব সাধন সাপেক্ষ। ভক্ত ওমর অন্ধভক্ত ন'ন। সন্তানের জন্য জন্মদাতা, সৃষ্টিকর্তা পিতার কর্তব্য আছে। আমরা কি শুধু অকারণে তাঁর কাছে দয়া প্রার্থনা করবো ? সন্তানের মঙ্গল কামনার দায়িত্ব-বোধ তাঁর নেই ? বিদ্যাপতি বলেছেন :

তুঁহু জগতারণ জগতে কহাওসি
জগবাহর নহি মুই ছার—

খৈয়াম বলেন :

ওগো, আমার চলার পথে তুমি—
রাখ্‌লে খুঁড়ে পাপের গহর,
বইয়ে বিপুল সুরার লহর
করলে পিছল ভূমি !
এখন আমি ঠিক যদি না চলতে পারি তালে
শিকল-বাঁধা চরণ নিয়ে প্রারব্ধের ওই জালে,
বলবে না ত' ক্রুদ্ধ অভিশাপে—
পতন আমার ঘটলো নিজের পাপে !
[নরেন্দ্র দেব]

আত্মসমর্পণকারী দ্বৈতাদ্বৈত সত্তা যার বিলুপ্ত তাকে অভিযুক্ত করবে কে ?

কোথায় করুণা তব ?
নিমজ্জিত আমি পাপে অতি,
আঁধার হৃদয় মোর !
কোথা তব পুণ্যময় জ্যোতি ?
পাই যদি স্বর্গ আমি
পুরস্কার—উপাসনা পরে,
সে তো হবে উপার্জন !
নহে সে তো পাওয়া তব বরে ?
[নরেন্দ্র দেব]

দয়া যদি কৃপা তব,
সত্য যদি তুমি দয়াবান,
কেন তবে তব স্বর্গে
পাপী কভু নাহি পায় স্থান ?
পাপীদের দয়া করা —
সেই তো দয়ার পরিচয় !
পুণ্যফলে কৃপালাভ
সে তো ঠিক দয়া তব নয় !
[নরেন্দ্র দেব]

তর্কে উনবিংশ শতাব্দীর ঈশ্বর গুপ্তও হার মানলেন। এ অভিমান, অভিযোগ, আত্মসমর্পণের মর্ম উদ্ধারে আমি অপারগ। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন ওমর কাব্যের মর্মউদ্ধারে তিনি মল্লিনাথ নন। তিনি কেন, অনাগত কালের মল্লিনাথের পথ চেয়ে আমরা অপেক্ষায় আশাপথ চেয়ে থাকবো। তাঁর কাব্য পাঠে এটুকু উপলব্ধি করেছি খৈয়াম এ মধুময় বসুন্ধরাকে ভালবেসেছেন, ভালবেসেছেন ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক পৃথিবীর সকল প্রাণী-জগৎকে, জয়ধ্বনি করেছেন যৌবনের, প্রশস্তি গেয়েছেন স্রষ্টার, নিষ্ঠুর নিয়তিকে মেনে নিয়েছেন, অবধারিত মৃত্যুকে করেছেন স্বীকার। ধরার ধূলোয় বসে ধরণীর জয়গান গেয়েছেন।

উপরোক্ত ওমর-মানসলোক দেশকালের সত্য সুন্দরের পূজারীকে আহ্বান জানিয়েছে। ফিট্‌জেরাল্ড ছিলেন সুন্দরের পূজারী, প্রকৃতিভক্ত, খামখেয়ালী ছন্নছাড়া। জীবনোপভোগী সুন্দরের উপাসক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ওমরে পেয়েছিলেন জীবনের গান আর নবছন্দের চাপল্য। কান্তিচন্দ্র ঘোষ রোমান্টিক কবি, কল্পলোকের সাকী তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। নরেন্দ্র দেব বাস্তববাদী জীবন উপাসক ছিলেন। কৌতুক ছলে নিজের বাসভবনের নামকরণ করেছিলেন ভালবাসা অর্থাৎ প্রেম ও অর্থের সমন্বয় না হ'লে সুগৃহ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। নজরুল খৈয়ামে আত্মদর্শন করেছিলেন, তার বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরবর্তী অংশে করবো। সৈয়দ মুজতবা আলীকে চার্বাকপন্থী বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজের জীবনদর্শন প্রসঙ্গে বীরভূমের সাঁওতালদের উদাহরণ দিতেন। তারা নাকি ঘুম থেকে উঠে ভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দেখে ঐ দিন যাপনের মত রসদ সেখানে আছে কিনা, থাকলে কাজে যায় না। 'চেক্ ডিজঅনারড্' হয়ে না এলে তাঁর নাকি লেখার মুড্ আসতো না : সুতরাং তাঁর ওমর-প্রীতি সহজবোধ্য। সিকান্দার আবু জাফর পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সকল রকম উপভোগের উপাচারের ছিলেন ভক্ত। সেই ভক্তি তাঁকে ওমরের প্রতি আকর্ষিত করেছে। আমি বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় বেশ কয়েকজন বাঙালী কবির অনুবাদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি, ফলে একই মন ও মানসিকতা কিভাবে পৃথক পৃথক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে সে বিষয় লক্ষণীয় হয়ে উঠবে।

ওমর কাব্য সম্পর্কে নজরুলের ঔৎসুক্য, আসক্তি বা পরিণামে তাঁর রুবাইয়াৎ অনুবাদ করবার মূলে যে প্রেরণা কাজ করেছে সেই আলোচনায় যাবার আগে একই প্রকার নেতি-বাচক পদ্ধতিতে আমরা নজরুল-মানস উপলব্ধির চেষ্টা করতে পারি। ওমরের মত নজরুল সম্পর্কেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহুমুখী সমালোচনামূলক মন্তব্য বর্তমান।

প্রথমতঃ ফার্সী ভাষা কাব্যে ব্যবহার করে ওমর রাষ্ট্রীয় প্রথাগত রীতিকে লঙ্ঘন করেছিলেন আর নজরুল ছিলেন রাজদ্রোহী। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেছেন, 'রাজবন্দীর

জবানবন্দী' লিখেছেন, লিখেছেন সকল বিপ্লবের সারসত্তা নিয়ে 'বিদ্রোহী' কবিতা, বাজিয়েছেন 'অগ্নিবীণা'। তবে ব্রিটিশ সরকার একে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বললেও ভারত-বাসীর কাছে তিনি একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক, আজও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত বলতে সকল বাংলা ভাষাভাষীর কাছে নজরুলগীতি এক অমূল্য সম্পদ ; অথবা নজরুলের রাজদ্রোহিতা আত্ম-জাগৃতি ও মুক্তিকামনার বহিপ্রকাশ।

দ্বিতীয়তঃ ওমরের মত নজরুল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় তিনি নাস্তিক, নিজধর্মে আস্থা-হীন, হিন্দু পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নাম তাঁর কণ্ঠস্থ। অতএব তাঁকে কাফের অপবাদ দিতেও সমকালীন জ্ঞানপাপীরা ইতস্ততঃ করেনি। অথচ নজরুল ইসলাম রচিত হাম্‌দ, নাত বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের আত্মিক সম্পদ ; এমন প্রাণঢালা গভীর খোদা-প্রেম, রসুলপ্রেমের বুঝি তুলনা নেই। তাঁর অসংখ্য শ্যামাসঙ্গীতকে দেশমাতৃকা অথবা বিশ্ব-মাতৃত্বের প্রতীকরূপে যাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি তাঁরাই তাঁকে বিদ্রূপের হুলে বিদ্ধ করেছেন। ওমরের সাকীকে যেমন আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি না, ভক্ত প্রেমিক নজরুলের প্রেমিকা অথবা প্রেমিক, বৈষ্ণবের পরমাত্মা কিংবা সূফীদের সাকী—এর কোনটিই এক কথায় বৈজ্ঞানিক ফতোয়া জারি করে নজরুলের ওপর আরোপ করা যায় না।

মহৎ ব্যক্তিত্ব, কবি, শিল্পী, দার্শনিক সকলেই সাধারণতঃ সমকালীন সমাজে সমাদৃত হন না। কারণ গণমানসের তুলনায় তাঁদের মেধা, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, জীবন উপলব্ধির রীতি পদ্ধতি প্রায় শতাব্দীকালের অগ্রবর্তী থাকে। একারণে ওমর সমকালে লাঞ্ছিত হয়েও আজ বহুল সমাদৃত। নজরুলও সমালোচনার পর্যায় অতিক্রম করে আজ সর্বজনহৃদয় অধিকারে সক্ষম। অবশ্য দিঙ্‌নাগাচার্য সকল কালের সকল কালিদাসেরই সহঅবস্থানকারী। ওমর-কাব্য অনুবাদের আগ্রহ ও উৎসাহের কারণ অনুসন্ধানে সৈয়দ মুজতবা আলীকে স্মরণ করছি [২] :

'কাজী রোমাণ্টিক কবি, বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেতো, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যাননি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি পণ্ডিত হয়েও মাক্সমুলার ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজী হননি)। কিন্তু ইরানের গুল্ বুল্‌বুল্ শীরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে গাইড্-বুক, টাইম-টেবিল, ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দু'টি করে জন্মভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি ফ্রান্স। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান।' সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর সরসভঙ্গীতে যে কথা বলেছেন আমাদেরও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ সত্যানুভূতি সর্বত্র সমধর্মী।

বিদ্রোহ, বিপ্লব, ধর্মদ্রোহিতা, সংশয় সংকোচের বিচার রেখে আমরা বলতে পারি নজরুল ইসলাম ওমর-কাব্যে ইরাণী বালার প্রেমমুগ্ধ তন্ময় এক প্রেমিক সত্তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। নজরুলের জীবনে প্রেম বহুবার এসেছে বহু রূপ ও রঙ নিয়ে। হয়ত ওমরের সাকীকেই নজরুল সারা জীবনের তৃষ্ণা, আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে খুঁজে ফিরেছেন। তাই নজরুলের প্রেম, প্রেমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে কথা, গল্পকাহিনী, অপকাহিনী, বাস্তব সত্য-ভাষণ কোন কিছুরই অভাব নেই। যেমন কালের গতিপ্রবাহে নব সত্য আবিষ্কারের মত রবীন্দ্রনাথের দেশী-বিদেশী প্রেমিকার সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

---

২ "ভূমিকা", সৈয়দ মুজতবা আলী : কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত 'রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম', ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, শ্রীজীবনকুমার বসু প্রকাশিত, কলিকাতা ১৯৭৪

পূর্বেই উল্লেখ করেছি নজরুল মূলতঃ রোমাণ্টিক কবি; রূপের পূজারী একান্তভাবেই কল্পলোক বিলাসী, অমৃতপিয়াসী। ইরাণী রমণীর সুর্মা আঁকা নার্গিস আঁখি, গোলাপের পাপড়ির মত অধর, ভ্রমর কৃষ্ণ ভ্রূ আর তার পতাকা বিলাস নজরুল চিত্তকে নিঃসন্দেহে আন্দোলিত করেছিল! এখানে ঐশী প্রেমের অবতারণা করতে যাওয়া অর্থ নিজেকে সঙ্কুচিত করা। একারণে মুজতবা আলী বলেছেন,৩ 'ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী বলে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী বলে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।' এর চেয়ে স্পষ্ট সত্যের প্রকাশ সম্ভবপর নয়। কবি তাঁর পারিপার্শ্বিকের সকল নিষেধ, মানা, অত্যাচার, কণ্ঠরোধকারী অনুশাসন সবকিছু তুচ্ছ করে সাকীতে আত্মসমর্পণ করেছেন। ক্ষমতাকে কৃপা করাই সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ, শ্রেষ্ঠ বিপ্লব। সে বিপ্লব ওমর করে গেছেন, নজরুল করবার আশা পোষণ করেছেন। নজরুল কাব্যে পাই :

কস্তুরী হরিণ-সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম!

আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা!
অনন্ত অগস্ত্য-তৃষাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি' বিন্দু-সম, মাগে সিন্ধু আর!
[পূজারিণী]

এই ভোগাসক্তি, প্রেম অতৃপ্তি নজরুলকে বিশ্বের সকল প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি আগ্রহাকুল করে তুলেছে। সকল ধর্ম ও জাতির সর্বকালের ইতিহাস, পুরাণ, গল্প, লোকগাথা মন্থন করেছেন কবি প্রেমের স্বরূপ সন্ধানে; কিন্তু নিশাপুরের নির্জন কুঞ্জে যে সাকীকে পেয়ে ওমর আত্মস্থ, কৃতার্থম্মন্য; নজরুল তাকে খুঁজলেও পাননি। নজরুল আত্মতৃপ্ত বা আত্ম-সমাহিত ন'ন; অবিশ্বাসের যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ কাতর :

এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি' ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এতো সত্য-ভীতি।
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যতো পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, একে পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন...

যে পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে!
[পূজারিণী]

নিজের অন্তরে যে নিষ্ঠার একাগ্রতার অভাব নজরুলের ছিল, নারীর ওপর তিনি অবলীলাক্রমে তা আরোপ করেছেন।

---

৩ প্রাগুক্ত

এখানে ওমরের সঙ্গে নজরুলের দুস্তর ব্যবধান। নজরুলের তৃষ্ণা আছে কিন্তু ভোগে তৃপ্তি নেই, নেই ক্ষমাপূর্ণ হৃদয় প্রশান্তি। সাকীর চেয়ে নজরুল নিজেকে ভালবেসেছেন বেশী তাই এ অভিযোগ। কিন্তু আশ্চর্য, শুধু দ্বিচারিণী ন'ন বহুচারিণীর বিরুদ্ধেও ওমরের অশ্রদ্ধা নেই। ওমরের পানোন্মত্ত বারাঙ্গনা শেখজীকে যে কথা বলেছিল নজরুল বিস্ময়ের সঙ্গে সেখানেও উপস্থিত। 'ভর্তৃহীন জবালার' মত নারীরা ওমর ও নজরুল উভয়েরই শ্রদ্ধা ভাজনীয়া। নজরুল বলেছেন :

জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোন সে প্রভেদ নাই!
অসতী মাতার সন্তান সে যদি জারজ-পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!
[বারাঙ্গনা]

ভণ্ডধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতি ওমরের মনোভাব আর নজরুলের মানসভাবনার কোনও ব্যবধান নেই। এখানে উভয়ে একে অপরের দ্বিতীয় আত্মা। সম্ভবতঃ অন্তরভরা মানবপ্রেম ও ভালবাসাই এর কারণ। নজরুল সকল যুক্তিতর্কের মুখে আবরণ টেনে বলেছেন :

পেটে-পিঠে কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল ত্রিপিটক—
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে' যাও যত সখ,—
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর কষাকষি?—পথে ফোটে তাজাফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে' দেখ নিজ প্রাণ!
[সাম্যবাদী]

হাফিজ যে শাস্ত্রজ্ঞানকে অসার বলেছেন, ওমর তাঁর তাবু সেলাইকে করেছেন বিদ্রূপ; নজরুলও সমস্বরে কণ্ঠ মিলিয়েছেন :

শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা সত্য সিন্ধু জলে।

এ কবির কাব্য নয়, দার্শনিকের তত্ত্ব নয়, বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধান নয়, এ ভক্তের আত্ম-দর্শন জাত ঈশ্বরোপলব্ধি। খৈয়ামের অভিযোগের ভাষার থেকেও নজরুলের কোনও কোনও জায়গায় তীব্রতর যন্ত্রণা অনুভূত হয়। কারণ ইতিহাস খ্যাত নিশাপুরের ঐশ্বর্যে সহস্র মিস্‌কাল স্বর্ণের রাজকীয় বরাদ্দ নজরুলের কপালে জোটেনি। সুখ বৈভব, প্রেম বঞ্চিত নিরুপায় কবি ভণ্ডদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করেছেন আল্লাহ্‌র কাছে :

তব মস্‌জিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!
[মানুষ]

শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে খৈয়ামের বক্তব্য আমরা পেয়েছি। আঙুরের রস খাওয়া যদি অপরাধ হয় তাহ'লে যারা মানুষের খুন খায় তাদের অপরাধের পরিমাপ করবে কে? সমমর্মিতা নজরুলে পাই :

মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত সুধা,

তাই লুটে তুমি খাবে পশু ? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা ?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে,
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোন খানে!
তোমারি কমনা রানী
যুগে যুগে, পশু ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি'।
[মানুষ]

ভুলে গেলে চলবে না ওমরের সঙ্গে নজরুলের কালগত ব্যবধান কমপক্ষে সাত আটশত শতাব্দী। মানবতাবাদ, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ধনবণ্টনের তত্ত্ব ও তথ্যে মানবসভ্যতা আরও অধিকতর আগ্রহী। নজরুলের সাম্যবাদের সঙ্গে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার সমাবেশ ঘটেছিল ওমরের তা ছিল সহজাত অনুভূতি। তাই মানবের প্রতি প্রীতি, প্রেম, দরদ ও সহানুভূতি উভয়ের থাকলেও প্রকাশভঙ্গীতে দুস্তর ব্যবধান আমরা উপলব্ধি করি। তবে দ্বিধাহীন কণ্ঠে একথা বলা যায় সকল প্রকার ধর্মীয় ভণ্ডামীকে দু'জনেই ঘৃণা করেছেন। প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালবাসাই অনন্তকে ভালবাসা বা ঈশ্বর সাধনা এ উপলব্ধিতেও উভয়েই সমদর্শী। খৈয়াম জীবনবাদী তাই যৌবনের পূজারী। নজরুলও ব্যতিক্রম ন'ন :

জিঞ্জির-পায়ে দাঁড়ে ব'সে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল্,
আকাশের পাখী! ঊর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল্!
তোরা ঊর্ধ্বের—অমৃত-লোকের, ছুঁড়ুক নীচেরা ধূলাবালি
চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিনী ডিবে-কালি ঢালি!
বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিটাক, পাঁকের ঊর্ধ্বে তোরা কমল ;
ওরা দিক্ কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল—ওরা পশুর দল!
[যৌবন-জল-তরঙ্গ]

অনুরূপ যৌবন-বন্দনা রবীন্দ্রনাথেও আছে তবে সেখানে ভাষা অপেক্ষাকৃত রোমাণ্টিকধর্মী। ওমর সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদের অভিযোগ আছে। প্রাপণীয়কে না পেলে নৈরাশ্য আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অপ্রাপণীয় আরাধ্য বস্তুটি কি ?

নজরুল জীবন যৌবনের পূজারী ; প্রাণশক্তির উদ্দামতায় সব দুঃখকে দু'পায়ে দলিত মথিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু মর্ত্যের কোনও মানব কি কোন দিন এ অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে ? সব অভিযোগের শেষ উত্তরে কবি বলেছেন :

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না'ক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে!
[আমার কৈফিয়ৎ]

স্রষ্টার সৃষ্টি বেদনার উপলব্ধি এক পরম পাওয়া। সে পাওয়ায় ওমর এবং নজরুল উভয়েই ধনী।

নজরুল নিজেকে যুগের নয়, হুজুগের কবি বলেছেন। আমরা জানি এ তাঁর বিনয় অথবা ক্ষোভ। যুগ অতিক্রমকারী যে সিদ্ধরস ওমর পরিবেশন করে গেছেন নজরুলে তার

সমকক্ষতা নেই—এ কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচের কারণ নেই। কিন্তু নজরুলের উপলব্ধি ছিল, যন্ত্রণা ছিল, প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ছিল এ সত্যও অনস্বীকার্য। ওমরের প্রজ্ঞা, স্থিতধী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচুর সঞ্চয় নজরুলের ছিল না। তাঁকে অনেকটা স্বভাবকবিও বলা যায়। কিন্তু ওমর চিত্তভাবনায় নজরুলকে স্পর্শ করেছিলেন এই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য।

একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে আমার বক্তব্যের যবনিকা টানবো। খৈয়ামের যতো-গুলি রুবাই বিভিন্ন কবি বঙ্গানুবাদ করেছেন তার ভেতর নজরুল সর্বাধিক আবেদনশীল। শুধু সমমানসিকতা নয়, আরবী-ফার্সী শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে নজরুলের আবাল্য পরিচিতি। মূল ফার্সী থেকে নজরুল অনুবাদ করেছেন কিনা, সে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে নজরুলের ব্যাকরণ, তথ্য ও তত্ত্বগত জ্ঞান কতোটা ছিল তা পরিমাপ করবার শক্তি আমার না থাকলেও পণ্ডিতজনের মতে খুব বেশী ছিল বলে কেউই মনে করেন না। এ সম্পর্কে তাঁর অনুবাদকের ভূমিকা লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর বক্তব্যকে তুলে ধরছি: 'ফার্সী তিনি বহু মোল্লা মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী; রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনও পণ্ডিত পেরেছেন? বহু লোকেই বাঙলাদেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছেন, কিন্তু ওই মাটির জন্য প্রাণ তো তাঁরা দেননি। প্রাণ দেনেওয়ালা ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ভাল জরিপ জানতেন একথাও তো কখনো শুনিনি'।

এমন মনোজ্ঞ মন্তব্যের পর নজরুলের অনুবাদের ভাষাকে সমর্থন করবার জন্য আমার কোনও মন্তব্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আলোচনার সূত্রপাতে আমি একটি রুবাইয়ের ফিট্‌জেরাল্ড থেকে সুরু করে সিকান্দার আবু জাফর পর্যন্ত উল্লেখ করেছি। সেখানে শব্দ প্রয়োগ কৌশল, সূক্ষ্ম কারুকার্য ও চাতুর্যে নজরুল অদ্বিতীয়। যদিও নজরুলের অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর অনুজ সিকান্দার আবু জাফর 'ফতুয়ার আব্রু না রাখা ফতোয়া' বলে মন্তব্য করেছেন কিন্তু সমাপ্তি বাক্যে আমি সৈয়দ মুজতবা আলীকে স্মরণ করছি: 'কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।'

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১ কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত : রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, শ্রীজীবনকুমার বসু প্রকাশিত, কলিকাতা ১৯৭৪

২ সিকান্দার আবু জাফর অনূদিত : রুবাইয়াৎ ওমর খাইয়াম, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাঙলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস, ঢাকা ১৯৭১

৩ শ্রীনরেন্দ্র দেব অনূদিত : রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম, পঞ্চদশ সংস্করণ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কলিকাতা ১৯৫৫

৪ কান্তিচন্দ্র ঘোষ অনূদিত : রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, দ্বিতীয় সংস্করণ, কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা ১৩৬৮

৫ *Rubaiyat of Omar Khayyam* : Rendered into English verse by Edward Fitzgerald, Reprint, Collins, London 1963.

৬ A. J. Arberry : *Classical Persian Literature*, George Alban and Unwine Ltd, London 1957.

৭ Edward G. Browne : *A Literary History History of Persia*. Vol. II, Reprint, Cambridge, London 1956.